যায়যায়দিন

তারিখ 09 SEP 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাবি ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার

রাবি প্রতিনিধি

অবশেষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। চলতি শিক্ষাবর্ষে ইউনিট সংখ্যা কমানো হয়েছে। একই সঙ্গে বেড়েছে প্রাথমিক আবেদনের যোগ্যতা।

আগামী ১০ নভেম্বর অনুষ্ঠিতব্য এই পরীক্ষার জন্য আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে মোবাইল সেবাদাতা টেলিটকের মাধ্যমে ফরম বিতরণ শুরু হবে। চলবে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত।

রোববার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মুহম্মদ মিজানউদ্দিনের সভাপতিত্বে ভর্তি উপ-কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়।

শনিবার প্রগতিশীল ছাত্রজোট ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের দাবিতে স্মারকলিপি এবং রোববার যায়যায়দিনের শেষের পাতায় 'রাবিতে ভর্তি পরীক্ষা সংস্কারের দাবি' নিয়ে একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশের পর ভর্তি পরীক্ষায় প্রথমবারের মতো বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-রেজিস্ট্রার (একাডেমিক) এ এইচ এম আসলাম হোসেন জানান, শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এবারের প্রথমবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা ১৬টি ইউনিটের পরিবর্তে ৮টি অনুষদের ৮টি ইউনিটের অধীনে ৪৭টি বিভাগে ভর্তি নেয়া হবে। ভর্তি পরীক্ষার আবেদন আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা ১ মিনিট সংস্কার : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

সংস্কার : রাবি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

থেকে শুরু হয়ে চলবে ৬ অক্টোবর রাত ১২টা পর্যন্ত। মোবাইল অপারেটর টেলিটক থেকে এসএমএস করে এই আবেদন করতে পারবেন ভর্তিচ্ছুকরা। আর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ১০ নভেম্বর থেকে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত। আসলাম আরো বলেন, এবারের ভর্তির পরীক্ষায় আবেদনের যোগ্যতা গত বছরের চেয়ে দশমিক ২৫ করে বাড়ানো হয়েছে।

এবার মানবিক শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য ৭.৭৫, বাণিজ্য শাখার জন্য ৮.২৫ এবং বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীদের ৮.৫০ জিপিএ থাকতে হবে। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় কমপক্ষে জিপিএ ৩.৭৫ এর কম হবে না। তিনি বলেন, প্রতিটি ইউনিটে আবেদনের ফি ২৫০ টাকা ও প্রতি বিষয়ের জন্য ৫০ টাকা করে ধরা হয়েছে। যেমন- বাণিজ্য অনুষদের অধীনে ৪টি বিষয় রয়েছে, যার জন্য মোট ফি হবে ৪০০ টাকা। আর আইন অনুষদের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয় রয়েছে, যাতে ফি হবে ২৫০ টাকা। খুব শিগগির পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ভর্তি আবেদন আহ্বান করবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

এর আগে প্রথমবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা ১৬টি ইউনিটের অধীনে নেয়া হতো, যা দীর্ঘসূত্রতা তৈরি করে বলে রোববার যায়যায়দিনের ওই প্রতিবেদনে শিক্ষার্থী-শিক্ষকরা ভর্তি পরীক্ষার সংস্কারের দাবি করা হয়। এই প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতির এই সংস্কার করল।